সম্পাদকের বিবৃতি

সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার কার্যকালের মেয়াদ হয়ে গেলো পাঁচ বছর। এই গুরুদায়িত্ব করতে গিয়ে যখন পিছন ফিরে তাকাচ্ছি, প্রাপ্তি বলতে শুধু আপনাদের ভালবাসা দেখতে পাচ্ছি। দায়িত্ব পালনে আমি নিজে কতটা সফল হয়েছি সে নিয়ে আমার নিজেরই বিস্তর সন্দেহ আছে।

বিগত বছরটি ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। একদিকে লাগামছাড়া কাজের সময়। অন্যদিকে শিল্পীদের অনিয়মিত পারিশ্রমিক। সব মিলিয়ে এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। দফায় দফায় বৈঠক, আন্দোলন, কর্ম বিরতি। বহু পথ পেরিয়ে একটা সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ ফিরে এসেছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যায় স্বয়ং **মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** হস্তক্ষেপেও কোন অজ্ঞাত কারণে সম্পূণ সমাধান হয়নি। **মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাসের** চেয়ারম্যানশিপে গঠিত কমিটির উদ্যোগেও তা পুরোপুরি ফলপ্রসূ হয়নি। প্রতি মাসের ১৫ তারিখ এলেই হৃদকম্প শুরু হয়। প্রথম দু-এক মাস মোটামুটি ঠিক হলেও কিছু প্রযোজনা সংস্থা ছাড়া বেশির ভাগেরই সময়সীমা কুড়ি তারিখ। তাও পেরিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি প্রযোজনা সংস্থা তো কোন কিছুই মানছেন না। তবুও দাপিয়ে কাজ করে চলেছেন, আরেকটি সংস্থা বকেয়া মেটাচ্ছেন কিন্তু তাঁদের নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে। এছাড়াও কিছু অগ্রণী সংস্থা একই পথ অনুসরণের দৃষ্টান্ত রাখছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে এই সব সংস্থা কোন যুক্তিতে অমান্য করছেন, কোন সাহসে এই স্পর্ধা দেখাচ্ছেন তা আমার বোধগম্যের বাইরে। শুধু তাই নয়, ফেডারেশনের উদ্যোগে সর্বাধিক রাত দশটা পর্যন্ত কাজের সময় চোদ্দ ঘন্টায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সাতদিন বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঐ চোদ্দ ঘন্টার মধ্যেই অধিক রাত পর্যন্ত শ্যুটিং করার পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু শিল্পীদের দাবি আজও মানা হয়নি। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নিজেদের শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে পারেন তাই তাদের বাদ দিয়ে অসংখ্য শিল্পীদের কাজের সময় চোদ্দ ঘন্টায় পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের দশ ঘন্টা কাজ এবং তারপর ঘন্টা পিছু Pro-rata দেওয়ার দাবি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। সাতদিন যে ছাড় দেওয়া হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ দিনগুলিতে দুটি শিফ্‌টে শ্যুটিং রাখা হয়। বিভিন্ন বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাজের সময়সীমা চোদ্দ ঘন্টা অতিক্রম করলেই শিল্পীরা দুটি দিনের পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু এই বিষয়টিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দুটো শিফ্‌ট মিলিয়ে অনেক শিল্পীর কাজের সময়সীমা আঠারো-কুড়ি ঘন্টা হয়ে যায়। কাজ হারানোর ভয়ে শিল্পীদের মুখ বুজে এ অন্যায় মেনে নিতে হয়। আমি আবার বলছি আর্টিস্ট ফোরামের লড়াই কিন্তু তাদের জন্য যাঁরা শোষিত হতে বাধ্য হন।

সম্পাদকের বিবৃতি লিখতে গিয়ে কোন বছর এতো বিরক্তি লাগেনি। বিগতে বছরে সারা বছর ধরে যে বিষয় নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থেকেছি, সম্পাদকের বিবৃতি লিখতে গিয়ে সেই একই চর্বিতচর্বণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আর্টিস্টস্ ফোরামের Glam Sports বন্ধ, Drama Festival -এর কল্যাণে যেখানে আজ বেশ কিছু শিল্পী প্রতিষ্ঠিত, সেই Drama Festival -এর আয়োজন আর করতেই পারলাম না। রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান, বিজয়া সম্মিলনী সব বন্ধ।

এমনকী চক্ষু শিবির, স্বাস্থ্য শিবির কিছুই আয়োজন করতে পারিনি। শুধু সব সময় কে টাকা দিল, কে দিল না তার তত্ত্বতলাশ। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেবা মূলক কাজ সব শিকেয় তুলে দিয়ে টাকা উদ্ধারের কাজ চলছে। কী ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি! সম্পাদক আর কার্যকরী সভাপতি আজ আশাকরি সংস্থার দালালের (Recovery Agent) ভূমিকায়। এর পরিত্রাণের পথ কোথায় তা সত্যিই অজ্ঞাত।

এত হতাশার সত্বেও ক্ষীণ আশার আলো এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের সদস্যদের কাছে কিছু পরিষেবা পৌঁছে দিতে পেরেছি। **মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী** প্রবর্তিত বিনামূল্যে মেডিক্লেম বহু সদস্যসের প্রভূত উপকারে আসছে। এছাড়া আর্টিস্টস্ ফোরামের **"সস্তা সুন্দর"** প্রকল্পে গত বছরে ১৭, ১১,৫৪০ টাকার ওষুধ আমাদের সদস্যরা কিনেছেন। মেডিক্লেম প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রায়শই বিভিন্ন অসুখ বিসুখের কারণে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে **"সুরক্ষার"** সঙ্গে গত নভেম্বর মাসে আর্টিস্টস্ ফোরামের একটি সমঝোতা হয় যার মাধ্যমে ফোরামের সদস্য ও তার পরিবার প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিরিশ শতাংশ ছাড় পাবে। মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই ৭৩ জন সদস্য এর সুযোগ নিয়েছেন। এছাড়া আমাদের সাধ্য অনুযায়ী প্রবীন শিল্পীদের পেনশনতো চালু আছেই।

তবুও বারে বারেই মনে হয় টাকা উদ্ধারের বাইরে কত কাজ বাকি রয়ে গেলো। বুঝতেও পারিনা পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পাওনাটুকু পাবো, এই নিয়ে কেন এতো দ্বন্দ্ব? আসলে উদ্দেশ্য যেখানে সৎ নয়, সেখানেই বোধহয় মানুষের বঞ্চনার দিকটা ফুটে ওঠে। আগামী দিনগুলিতে প্রর্থনা করি শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। আর্টিস্টস্ ফোরামও এ বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিশ্চিন্তে তার সদস্যদের সেবায় মনোনিবেশ করতে পারে।

-অরিন্দম গাঙ্গুলী
সাধারণ সম্পাদক